ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ ১৪২৬

অনীক মাহমুদের রবীন্দ্রচর্চা

*মনোয়ারা খাতুন

সারসংক্ষেপ: বাংলা সাহিত্যের সকল শাখায় অবগাহন করে যিনি নিজের অনুসন্ধিৎসু মনের পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন, সংগ্রহ করেছেন মুক্তা, গেঁথেছেন মুক্তার মালা, সাজিয়েছেন সাহিত্যের ডালা, তিনি একালের অন্যতম সাহিত্যিক, ভক্ত, পাঠক, নবীন লেখক ও গবেষকদের অনুপ্রেরণা অনীক মাহমুদ (১৯৫৮)। সব্যসাচী এই লেখক নিজের সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি রবীন্দ্রচর্চায় সিদ্ধহস্ত। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অনীক মাহমুদ রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্য বিষয়ক বেশ কয়েকটি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও কবিতায়। যেখানে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের মূল কেন্দ্র, যাঁকে ছাড়া বাংলা সাহিত্য অসম্পূর্ণ সেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের বিষয়বস্তু, তাঁর বহুমাত্রিক চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের অসামান্য আলোর ঝলকানি যা পাঠককে সাহস যোগায়, অনুপ্রেরণা দেয় রবীন্দ্রভাবনার কাছে পৌঁছাতে।

কবি অনীক মাহমুদের রবীন্দ্রচর্চার কাব্যিক অনুরাগের পরিচয় মেলে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গ-অনুষঙ্গ নিয়ে লেখা নানা কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন, মৃত্যুদিন, আজকের জীবনসংকট, জাতীয় দুর্ভোগ-দুর্ভাবনায় রবীন্দ্র-শরণ ও ভাবনার বিচিত্র কৌণিক আদর্শ থেকে তিনি নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর 'একলব্যের ভবিতব্য' (১৯৯৭) কাব্যের "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর", "কেউ কথা রাখে না", "শিলাইদহের গল্প"; 'আসন্নবিরহ বিষণ্ণবিদায়' (২০০৪) কাব্যের "চলতি হাওয়ার পন্থী", "মেধারবংশ" প্রভৃতি কবিতা তাঁর প্রথম যৌবনের রবীন্দ্রচর্চার ভুবনে অনুরাগের আকিঞ্চন। এরপর 'বনসাই রূপবন্ধ' (২০১৫) কাব্যের "প্রণমহি ভানুসিংহ", 'নৈঃশব্দ্যের শব্দারতি' (২০১৬) কাব্যের "দক্ষিণ ডিহি-১", "দক্ষিণ ডিহি-২"; 'দূরান্তের সন্নিধান নৈকট্যের নিগড়' (২০১৭) কাব্যের "কার্ল এরিক হামার গ্রেন", "রবির বদান্য ছবির ধিক্কার" এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে 'আজি এ প্রভাতে রবির কর' নামে পত্র-পত্রিকায় সিরিজ কবিতা লিখেছেন তা কবি অনীক মাহমুদের রবীন্দ্রনাথের প্রতি কাব্যিক প্রণতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। পাক্ষিক 'স্বাগতম' পত্রিকায় "কাদম্বরী কৈফিয়ৎ" (আগস্ট ২০১৮) শীর্ষক দীর্ঘকবিতায় তিনি রবীন্দ্রনাথের বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা ও কবির সাহিত্যিক প্রেরণাদাত্রীর একটি নিটোল লেখচিত্র অঙ্কন করেছেন। এই 'স্বাগতম' পত্রিকার ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যায় রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তিনি যে গুচ্ছকবিতা লেখেন সেগুলো হচ্ছে: "চিরনমস্য রবীন্দ্রনাথ", "হ্যারিয়েট মনরো এবং", "ওকাম্পোর চারণমন্দ্র", "হরিপদ কেরানির তামামি", "রতনের শূন্যতায়", "রহমতের কষ্ট", "উপেনের ভিটে" প্রভৃতি। এইসব কবিতার সূত্রলতার বিচারে বলা যায় যে, কাব্যিক প্রতিভাসে বিশ্বকবিকে লালন এবং চেতনায় ধারণ অবশ্যই একজন রবীন্দ্রভক্ত অনীকের মতো কবিকে উল্লম্ব করে তোলে। অন্যদিকে কবিতাগুলোতে শুধু কবিগুরুর বহুমাত্রিক চিন্তার অবয়বই নয়, কবি অনীকের রবীন্দ্র-স্মারণিক চিন্তারও কারিশমা ধরা পড়েছে।

অনীক মাহমুদের জীবনের প্রথম গবেষণার সূত্রপাতই হয়েছিল রবীন্দ্রসাহিত্যকে কেন্দ্র করে। আর এ থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রচর্চায় তিনি কতটা আগ্রহী। আর বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রচর্চায় রয়েছেন নিমগ্ন। এর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক দুটি

---

* প্রাবন্ধিক ও গবেষক

পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ও বিচ্ছিন্ন কিছু প্রবন্ধে। অনীক মাহমুদ রচিত 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ' (২০০০) এবং 'রবীন্দ্রনাথ: ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (২০১১) গ্রন্থ দুটি রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ রচনা। তাছাড়া তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন, "রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ: কবিদৃষ্টির বহুমাত্রিকতা", "বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা" নামক প্রবন্ধ দুটি কবি অনীক মাহমুদের 'সিদ্ধির শিখর কবির অভিযাত্রা' (২০১৪) শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পারিবারিক জীবন ও চরিত্রচিত্রণ", "জীবনমৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা", এবং "রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ" নামক প্রবন্ধ তিনটি কবি অনীক মাহমুদের 'চিরায়ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য' (২০০০) নামক প্রবন্ধগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া 'অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ-৪' এ বেশ কিছু রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো- "রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা", "বলাকায় আন্তর্জাতিকতা, যৌবন ও দুঃখবরণের অভীপ্সা", "পুনশ্চ: আখ্যানধর্মিতার অন্তরালে", "রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য: কল্যাণচিন্তা", "শেষ লেখার মৌলিকতা", "রবীন্দ্র-ছোটগল্প: প্রত্যয়ের ভূমি" এবং "রবীন্দ্র-ভাবনার অনুলিপি"।

'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ' (২০০০) গ্রন্থটি কবি অনীক মাহমুদের জীবনের প্রথম গবেষণামূলক রচনা। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন: 'রবীন্দ্র-ছোটগল্প হচ্ছে বিচিত্র মানুষের জগৎ। এখানে বিচিত্র মানুষ স্থানকালের পটে বিচিত্র আকার ধারণ করেছে। এগুলোকে একসঙ্গে একই পরিসরে গ্রথিত করে দেখা কষ্টকর হলেও আনন্দদায়ক। বিষয়ভিত্তিক পরিবৃত্তে চরিত্রগুলো বিশ্লেষণে প্রয়াস পেয়েছি। সমগ্র রবীন্দ্র-ছোটগল্পই এই গল্পগুচ্ছ ছাড়াও তিনসঙ্গী, গল্পসল্প ও লিপিকা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'[১]

অনীক মাহমুদ রচিত 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ' নামক গ্রন্থটি চারটি অধ্যায় ও চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লেখক সাহিত্যে জীবনবোধ ও চরিত্র সৃষ্টির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাধারণভাবে আমরা চরিত্র বলতে একজন মানুষের আচার-আচরণ, চলাফেরা, কথাবার্তা, কাজকর্ম ও তার আচরণের দোষগুণের বহিঃপ্রকাশকে বুঝি। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বিষয়টা কেমন, সাহিত্যের চরিত্র ও বাস্তব চরিত্রের মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় আর জীবনবোধটাই বা সাহিত্যে কীভাবে প্রকাশিত হয় এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে পাবেন পাঠক এ অধ্যায়ে। লেখক শিল্পসাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, 'শিল্পসাহিত্যে চরিত্রচিত্রণ কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই বুঝানো হয়। বস্তুর সৌন্দর্যনিরপেক্ষ রূপায়ণকে আমরা চরিত্র বলি না। প্রতিটি শিল্পেই মানুষের অনুভূতির প্রতিফলন দেখানো যায় এবং সেই অর্থে সমগ্র শিল্পেই চরিত্র চিত্রিত হতে পারে। তবে চিত্রশিল্প-ভাস্কর্য ইত্যাদি বিমূর্ত কলার ক্ষেত্রে অঙ্কিত মানুষ সাহিত্যের মত বাস্তব ও সজীব হয়ে ওঠে না।'[২]

এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে বলতে গিয়ে তিনি বলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা' সম্পর্কে। যা আমাদের অনুভূতিকে নাড়া দিলেও আমাদের জীবনের সাথে একাত্ম হতে পারে না। অপরদিকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প

প্রভৃতিতে অঙ্কিত চরিত্রগুলো যেন আমাদের কাছে বাস্তব হয়ে ধরা পড়ে। তাদেরকে মনে হয় তারা আমাদের একান্ত কাছের মানুষ, ঘরের মানুষ, আপন মানুষ। ফলে এ অধ্যায়ে লেখক বাংলা সাহিত্যে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণের ধারাবাহিকতাকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। যা জিজ্ঞাসু পাঠকের কৌতূহলের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চরিত্রচিত্রণের বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'আধুনিক জীবন ও যুগ পরিবেশের জটিলতা যখন মানুষকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে, তখন গল্পে বাস্তবতা আপনাতেই দানা বেঁধে উঠেছে। আধুনিক ছোটগল্প বাস্তবতা ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। আধুনিকতা মূলত বাস্তবতাবোধেরই এক বিশিষ্টরূপ। ছোটগল্প আধুনিক জীবনেরই প্রতিফলন, সেখানে অবাস্তবতার প্রশ্ন আসতে পারে না। সে জন্য দেখা যায়, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের আপাদমস্তক বাস্তবতার চরম সত্যে প্রতিমূর্ত। তাঁর ছোটগল্পে চিত্রিত চরিত্রগুলোও অবলীলাক্রমে বাস্তবমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।'[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ছোটগল্পে যে সকল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তার সবগুলোই ঠাকুরের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত। তাঁর "পোস্টমাস্টার" গল্পের রতন, "দেনা-পাওনা" গল্পের রামসুন্দর, "ত্যাগ" গল্পের প্যারিশংকর, "জীবিত ও মৃত" গল্পের কাদম্বিনী, "মেঘ ও রৌদ্র" গল্পের শশিভূষণ কতটা বাস্তব তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ গল্পগুলো পাঠ করলে বোঝা যায়।

গ্রামবাংলার মানুষের অভাব অনটন, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবন-যাপন, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক সমস্যাবলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে উঠে এসেছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। যা পাঠ করতে গিয়ে পাঠক নিজেই যেন হয়ে ওঠে সেই সকল চরিত্রসমূহের বাস্তব প্রতিমূর্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রগুলো কতটা বাস্তবসম্মত তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে চরিত্রচিত্রণের বাস্তবতা নামক অধ্যায়ে আলোচ্য 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে 'জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক চারটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্রাবলিকে অত্যন্ত শিল্পনিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপিত চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেন, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের চরিত্রচিত্রণে আর্থ-সামাজিক পটভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দীর্ঘ সময়ের পরিসরে (১৮৭৭-১৯৪১) গল্পগুলো লেখা হয়েছে এবং এগুলোর পিছনে রবীন্দ্রনাথের রূপদক্ষ সমাজ সচেতন মন ক্রিয়াশীল ছিল। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পরিবার, অর্থনীতি, সামাজিকতা, সর্বোপরি রাজনৈতিক সচেতনতা গল্পের চরিত্র নির্মাণে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি বহুমুখী সমস্যা কবলিত সামাজিক মানুষের নিজস্ব অনুভূতি, স্নেহ, প্রেম, সারল্য ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলো সমভাবে সহায়তা করেছে। এজন্য দেখা যায়, তাঁর গল্পসমূহ গ্রাম, শহর ইত্যাদি পরিবেশের ছায়ায় রচিত হলেও এগুলোতে পরিবেশ প্রভাবিত মনুষ্য চরিত্রের কোন কোন বিশেষ দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।'[৪]

এছাড়াও এ অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পের পারিবারিক জীবনের আলেখ্যে নির্মিত চরিত্রসমূহ, আর্থ-সামাজিক সমস্যার অনুষঙ্গে নির্মিত চরিত্রসমূহ এবং রবীন্দ্র-ছোটগল্পে যুগপরিবেশের অভিঘাত-প্রমূর্ত চরিত্রসমূহের বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত

সচেতনতার সঙ্গে। এ অধ্যায়ে লেখক রবীন্দ্র-ছোটগল্পের উদাহরণ ও চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের উপর দৃষ্টি দিয়ে সেই সকল চরিত্রের গভীর বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন। যা দ্বারা পাঠকের রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসৃষ্ট চরিত্র বুঝতে অনেক সমস্যার সমাধান দিবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনীতিবিদ না হলেও তিনি আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক সচেতনতার পাশাপাশি ছিলেন রাজনীতি সচেতন মানুষ। যার ফলে তাঁর রচিত ছোটগল্পসমূহে রাজনৈতিক জীবনবোধ সুস্পষ্ট। 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ' নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষক অনীক মাহমুদ রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিকবোধ ও রবীন্দ্রসৃষ্ট রবীন্দ্র-চরিত্রসমূহ নিয়ে সুগভীর আলোচনা করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গবেষক অনীক মাহমুদ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কিছু রাজনৈতিক ঘটনার অবতারণা করেছেন আলোচনার সুবিধার্থে। যা একজন মননশীল গবেষকের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করতে গিয়ে লেখকের বক্তব্য, 'রবীন্দ্র ছোটগল্পে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম পরিচয় মেলে "একরাত্রি" (১৮৯২) গল্পের নায়কের মধ্যে। তার চরিত্রে মধ্যবিত্তের সিঁড়ি ডিঙানো আশাবাদ ও সংগ্রামশীলতা ক্রিয়াশীল ছিল। কালেক্টর সাহেবের নাজির হবার উচ্চাশা নিয়ে নায়ক বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় যান। সেখানে গিয়েই স্বদেশের জন্য আত্মবলিদানের মন্ত্র নেন। তিনি গ্যারিবালডি, ইতালির স্বাধীনতার প্রবক্তা জোসেফ ম্যাটসিনির (১৮০৫-১৮৭৫) মতো হতে চেষ্টা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সময় ও শ্রম ব্যয় করেন। এমন সময় বাবার মৃত্যুর খবর এলে নায়ককে বাড়ি যেতে হলো পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্য। সঙ্গে গেল কেবল এনট্রান্স পাশের একটি দীন সার্টিফিকেট। চাকরি জুটল বহু কষ্টে নোয়াখালীর এক হাইস্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের পদে। নায়ক যাকে ভালোবাসতেন সেই সুরবালারও বিয়ে হয়ে গেল এক উকিলের সাথে। দেশ সেবার উদ্দেশ্যে পড়াশোনার দোহাই দিয়ে ইচ্ছে করেই তিনি তাকে বিয়ে করেননি। অথচ সুরবালা তার স্কুলের পাশেরই বাসিন্দা। তিনি না করতে পারলেন পড়াশোনা, না হতে পারলেন রাজনীতিক, না পারলেন সংসার ধর্ম পালন করতে। এই চরিত্রের মধ্য দিয়েই বাঙালি মধ্যবিত্তের টানাপোড়নের সংসারে থেকে দেশ সেবার্থে রাজনীতি করা যে দুঃসাধ্য, তাই ব্যক্ত হয়েছে।'[৫] এভাবে রবীন্দ্র-ছোটগল্পে রাজনৈতিক জীবনবোধ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন গবেষক অনীক মাহমুদ। এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে লেখক রবীন্দ্র-ছোটগল্পে শিশু-কিশোর ও বিবিধ চরিত্রাবলি সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

অনীক মাহমুদ রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। ২০১১ সালের ৭ই জানুয়ারি কয়েকজন রবীন্দ্র-প্রেমী একসঙ্গে একটি সভায় মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫১টি বইয়ের স্মারক গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। অনীক মাহমুদের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' সেই স্মারক গ্রন্থমালার ১৫১টি বইয়ের অন্যতম। এই স্মারকগ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে এর সম্পাদক বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কাজের ক্ষেত্রে এতো বিচিত্র তাঁর সৃষ্টিশীলতা এতো বিশাল ও তাঁর ভাবনা এতো পরিশীলিত যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে ঠিকমতো জানা ও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছানো সহজ নয়। অথচ, আজকের দিনের বাংলাভাষী প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই রবীন্দ্রনাথ কোনও না কোনভাবে তাঁর ছায়া ফেলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ

মানুষের পরিচয় ঘটানো এবং তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা এ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য।’[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ যখন প্রকাশিত হয় তখন কবির বয়স ছিলো ২৩ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই ছিলেন এ গ্রন্থের প্রকাশক। গবেষক অনীক মাহমুদ ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ গ্রন্থটি নতুনভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে বর্তমানে মোট পদ রয়েছে ২০টি। এই ২০টি পদকে কবি অনীক মাহমুদ অত্যন্ত সুন্দর ও সহজ-সরল ভাষায় বিশ্লেষণ করে পাঠক সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। যা পাঠ করে পাঠক খুব সহজে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির রস উপভোগ করতে পারেন। কবি অনীক মাহমুদ যেভাবে প্রতিটি পদ ধরে ধরে পদগুলোর ভিতরের গূঢ়ার্থ উপস্থাপন করেছেন তাতে একজন দক্ষ গবেষক ও সমালোচককেই আমরা দেখতে পাই। যা পাঠকের পাঠের আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দিবে। সর্বোপরি গ্রন্থটিতে পদাবলির সহজ-সরল ও যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণে অনীক মাহমুদ গভীর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

অনীক মাহমুদ রচিত ‘সিদ্ধির শিকর কবির অভিযাত্রা’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে রবীন্দ্রবিষয়ক দুটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এগুলো হলো: “রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ: কবিদৃষ্টির বহুমাত্রিকতা” এবং “বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা”। ‘সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’ চণ্ডীদাসের এই উক্তিটি মানবিকতার আদি কথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্ট সাহিত্যে মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। “রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ: কবিদৃষ্টির বহুমাত্রিকতা” নামক প্রবন্ধে কবি অনীক মাহমুদ রবীন্দ্র-সাহিত্যে সৃষ্ট মানবিক দিক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন, ‘রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশেষ একটি দিক হচ্ছে এটা সব সময়ই রূপ থেকে অরূপে, সীমা থেকে অসীমে, আত্মা থেকে অনাত্মে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে কিংবা ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক অনুভবে গমন করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের এই বিশেষ মূর্তিকে সবসময় যে বিশ্বজনীন করবার প্রয়াস পেয়েছেন তার উৎস হচ্ছে সর্বমানবিক চেতনা।’[৭] রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির এ অনন্য বৈশিষ্ট্যকেই অনীক মাহমুদ এ প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন।

প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ ‘বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা’ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধ ও পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার একটি নিটোল বিবরণ উপস্থাপন করেছেন। এখানে দেখা যায় স্বাধীনতার আগে এদেশে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে রবীন্দ্রচর্চা অব্যাহত ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পরে স্বাধীন বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা বাঙালি বিদ্বজ্জনদের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানেও তার গতি অগ্রসরমান। প্রাবন্ধিক মনে করেন বর্তমানে রবীন্দ্রচর্চার যে গতি তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তাই তিনি এ প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রচর্চা সম্পর্কে একটি আশাব্যঞ্জক মন্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, ‘বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চার কার্বাঙ্কল আর নেই। যদি থাকে কিংবা কখনো যদি উপস্থিতও হয় তাহলে পথের বন্ধুরতা মাত্র। বাঙালি জাতিসত্তা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই ওই সব বাধা অপনোদিত করে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। কারণ রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যমণি। কোনো সংকীর্ণ হীনদৃষ্টি এই মণিকাঞ্চনকে কলুষিত করার সাহস রাখে না।’[৮] এ থেকে

বোঝা যায় প্রাবন্ধিক ভবিষ্যতেও রবীন্দ্রচর্চা হবে এই আশা পোষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রবীন্দ্রচর্চায় উৎসাহিত করেছেন।

অনীক মাহমুদ রচিত অন্যতম একটি প্রবন্ধগ্রন্থ ‘চিরায়ত বাংলা ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি সাহিত্য’ এর অন্তর্গত একটি প্রবন্ধ “রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ”। রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা বহুল আলোচিত ও সমালোচিত একটি বিষয়। যা নিয়ে বিভিন্ন সমালোচক ও গবেষক বিভিন্ন মন্তব্য উপস্থাপন করেছেন। পণ্ডিতগণ তাঁদের নিজ নিজ ভাবনার স্তর থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কবি অনীক মাহমুদও তাঁর “রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতার স্বরূপ” প্রবন্ধে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যা পাঠ করে পাঠক রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা সম্পর্কিত গভীর রহস্য ছিন্ন করে একটি মীমাংসায় সহজেই উপনীত হতে পারে।

অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধ সংগ্রহ-৪ এ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন, “জীবনমৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের ‘শেষলেখা’”, “রবীন্দ্র-কাব্যে বর্ষা”, “বলাকায় আন্তর্জাতিকতা, যৌবন ও দুঃখবরণের অভীপ্সা”, “রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : কল্যাণচিন্তা”, “শেষলেখার মৌলিকতা”, “রবীন্দ্র-ছোটগল্পঃ প্রত্যয়ের ভূমি”, “রবীন্দ্র-ভাবনার অনুলিপি” প্রভৃতি।

প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ “জীবনমৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা” প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘শেষলেখা’ কাব্যগ্রন্থের মূল ভাব অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষ জন্মের পর থেকে যে জীবনযাপন করে মৃত্যুই সে জীবনের অনিবার্য পরিণতি ডেকে আনে। তাই জীবন ও মৃত্যু একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই চরম সত্যের প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত ‘শেষ লেখা’ কাব্যগ্রন্থে। মৃত্যুতে জীবনের শেষ হতে পারে না। মৃত্যুর পর জীবন তার ধারায় অব্যাহত থাকে। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘শেষ লেখা’ কাব্যগ্রন্থে জীবন ও মৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতায় এক চরম সত্যে উপনীত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেন, ‘কবি শুনছেন জীবনের আশ্বাসে মাভৈঃ মাভৈঃ রব। সবখানেই জীবনের ধ্বজাবাহী মানুষের সুরধ্বনি : “জয় জয়রে মানব অভ্যুদয়”। ফলে এ জগৎ রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মিথ্যা নয়, মৃত্যু বাহুর ক্ষমতা নেই জীবনের মণ্ডপে স্বর্গীয় অমৃত পান করে। এ সত্যটিকে স্থির মনে জেনে কবি হাত পেতে গ্রহণ করেন পাখির গানের দান, প্রিয়হীন ঘরে শূন্য চৌকির কাতরতা, রাতের পালানো স্বপ্ন। তাই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম যেমন সত্য তেমনি মৃত্যুর অনিবার্যতা সত্য হলেও এটিই শেষ সত্য নয়। জীবন সত্য উপলব্ধির জন্যই মৃত্যুর ছোবল মনুষ্য ধর্মে আকৃষ্ট হয়। জীবনের সমস্ত গ্লানি, সমস্ত পাপ, সমস্ত শোক তাপের দেখা শোধ করবার জন্যই মৃত্যুর বিভীষিকা মানুষের জীবনে ছেদ টানে।’[৯] এ চরম সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘শেষ লেখা’ কাব্যগ্রন্থে।

রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম অনুষঙ্গ প্রকৃতি। বিশেষ করে বর্ষা। তাঁর রচিত কবিতা ও ছোটগল্পে এ প্রসঙ্গ অর্থাৎ বর্ষা প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে। প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ “রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা” প্রবন্ধে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে অনেক সাহিত্যিকের

রচনাতে বর্ষার রূপ প্রধান হয়ে ধরা পড়েছে। কেননা বাংলা সাহিত্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার রীতি আবহমান কাল ধরেই অব্যাহত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বর্ষাচিত্রকে যেভাবে তার সৃষ্টিকর্মে স্থান দিয়েছেন ও বর্ষার রূপ বর্ণনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ তাঁর "রবীন্দ্রকাব্যে বর্ষা" প্রবন্ধে বর্ষার রূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্বতন্ত্র তা নানা উদাহরণ ও যুক্তি দিয়ে একটা চমৎকার ও নিটোল বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ তাঁর রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক "বলাকায় আন্তর্জাতিকতা, যৌবন ও দুঃখবরণের অভীপ্সা" নামক প্রবন্ধে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর যে বিস্তার তার একটি যৌক্তিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। 'বলাকা' কাব্যের আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন, 'বলাকা কাব্যে কবির আন্তর্জাতিকতা বোধের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে তাঁর দার্শনিক চেতনা। সমস্ত বলাকা কাব্য জুড়ে তাঁর এই দার্শনিক উপলব্ধি জড়িয়ে আছে।'[১০] 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের গতিকে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেন, 'বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যৌবনের গান গেয়েছেন। কেননা যৌবন যেমন রুদ্রের প্রতীক তেমনি যৌবনশক্তিও প্রেমের প্রতীক। যৌবনের অঙ্গে চাপল্য ও গতির প্রবাহ জড়িয়ে আছে। বলাকা কাব্য যেহেতু গতিবাদ দার্শনিকতায় অভিষিক্ত সেহেতু এখানে কবি যৌবনের বন্দনা করেছেন। যাবতীয় মৃত্যু-জরা ভয়, দুঃখ, ক্লেদ সবকিছুকে যৌবন অবহেলা করে প্রাণের অমোঘ শক্তিতে সামনের দিকে চলে বলেই যৌবন সৃষ্টির মাঝে এতো প্রয়োজনীয়। বলাকা কাব্যে কবি তাঁর নূতন দার্শনিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে গতির আমেজে সবার মধ্যে যৌবনের মহিমা লক্ষ্য করেছেন। তাই পুরোনো ভাবধারা পুরোনো সংস্কারকে ভাঙার জন্য তিনি নবীনদের আহ্বান জানিয়েছেন।'[১১]

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রবন্ধগ্রন্থ 'প্রাচীন সাহিত্য'। এ গ্রন্থ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ রচনা করেন 'রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' : কল্যাণচিন্তা'। এখানে রামায়ণ, মহাভারত ও কালিদাসের রচনার গভীরে যে কল্যাণ ও শুভচেতনা লুক্কায়িত আছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রাবন্ধিক। এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্যাণচিন্তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেনঃ 'প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এর কল্যাণবাদ ও ভারতীয় আদর্শের যে কবিত্বময় বাণী উত্থিত হয়েছে তা মূলত কালিদাসকেন্দ্রিক। এখানকার সাতটি প্রবন্ধের মধ্যে শকুন্তলা, রামায়ণ, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, কাব্যের উপেক্ষিতা, ধর্মপদং এমনকি কাদম্বরী চিত্রে যে সমস্ত চিত্রল বর্ণনার অভিনিবেশ ঘটেছে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় কল্যাণবাদের মর্মার্থই প্রকটিত হয়েছে।'[১২]

"রবীন্দ্র-ছোটগল্প : প্রত্যয়ের ভূমি" নামক প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ রবীন্দ্র-ছোটগল্পের নানা বিষয়সমূহ যেমনঃ মানবচরিত্রের সুকুমার বৃত্তিসমূহ, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক ভাবনা, অতিলৌকিকতা প্রভৃতির অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'পুনশ্চ'। এখানে মোট ২৫টি কাহিনি কবিতা রয়েছে। এ সকল আখ্যানধর্মী কবিতার অন্তরালে কবির চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সুষম যে

বিন্যাস সাধিত হয়েছে তারই একটি চিত্ররূপ প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ রচিত 'পুনশ্চঃ আখ্যানধর্মিতার অন্তরালে' নামক রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধটি। 'পুনশ্চ' কাব্যের কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক বলেন, 'এই কাহিনি কবিতাগুলোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলোর মধ্যে চরিত্র আছে কিন্তু তাবত চিত্রণের প্রয়াস নেই। ফলে বক্তব্যধর্মিতাই এই কবিতাগুলোর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'[১৩]

প্রাবন্ধিক অনীক মাহমুদ রচিত "রবীন্দ্র-ভাবনার অনুলিপি" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যা পাঠ করে পাঠক রবীন্দ্রসাহিত্য ভাবনার জগৎ সম্পর্কে সম্যকজ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলতে পারি, অধ্যাপক, কবি, ছোটগল্পকার, ছড়াকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, গবেষক এমন নানা বিশেষণে বিশেষিত কবি অনীক মাহমুদ রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চায় একনিষ্ঠপ্রাণ সাধক। তিনি তাঁর হাজারো কর্মব্যস্ততার মধ্য থেকেও রবীন্দ্রচর্চায় নিয়োজিত রয়েছেন। আগামীতেও আমরা তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যবিষয়ক আরো প্রবন্ধ পাব বলে আশা করি। যা হবে আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করার অফুরন্ত উপকরণের আধার।

তথ্যসূচি:

---

[১] অনীক মাহমুদ, "অনুবন্ধ", 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ', বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, বইমেলা, ২০০০, পৃ. ৫

[২] তদেব, পৃ. ১১

[৩] তদেব, পৃ. ২১

[৪] তদেব, পৃ. ৩৪

[৫] তদেব, পৃ. ৯১

[৬] অনীক মাহমুদ, 'রবীন্দ্রনাথঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', মূর্ধন্য, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ. ১০৮

[৭] অনীক মাহমুদ, "রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদঃ কবিদৃষ্টির বহুমাত্রিকতা", 'সিদ্ধির শিখর কবির অভিযাত্রা', আলেয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ২৩

[৮] অনীক মাহমুদ, "বাংলাদেশে রবীন্দ্রচর্চা", 'সিদ্ধির শিখর কবির অভিযাত্রা', পৃ. ১৯১

[৯] অনীক মাহমুদ, "জীবনমৃত্যুর দ্বান্দ্বিকতা ও রবীন্দ্রনাথের শেষলেখা", অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ-৪, সুচয়নী পাবলিশার্স, ঢাকা, একুশে বইমেলা, ২০১৪, পৃ. ৩০৭

[১০] অনীক মাহমুদ, "বলাকায় আন্তর্জাতিকতা, যৌবন ও দুঃখবরণের অভীপ্সা", অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ-৪, পৃ. ৪৬৭

[১১] তদেব, পৃ. ৪৬৯

[১২] অনীক মাহমুদ, "রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য : কল্যাণচিন্তা", অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ-৪, পৃ. ৪৭৬

[১৩] অনীক মাহমুদ, "পুনশ্চ : আখ্যানধর্মিতার অন্তরালে", অনীক মাহমুদ-প্রবন্ধসংগ্রহ-৪, পৃ. ৪৭২